মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডের শ্রদ্ধা নিবেদন

আজ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে শপথ নেয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। তারপর থেকেই দিনটি মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

তবে এ বছর সরকারীভাবে কোন কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। তবে, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড কাউন্সিলের সদস্যরা মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডের পক্ষ থেকে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতীর শ্রেষ্ট সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খাঁন, মুক্তিযোদ্দা সন্তান সংসদ কমান্ডের মুজিবনগর উপজেলো সভাপতি মোখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম সহ অন্যান্য সদস্যরাউপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা (অব.) ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক বলেন, ‘১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস কোন রাজনৈতিক দিবস নয়। এটি মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ দিন। যে সরকারই আসুক না কেন এদিনটি সরকারি ভাবে পালন করা উচিৎ। যদিও আজ দিনটি সরকারি পালন হচ্ছে না। আমরা ব্যথিত হয়েছি।’
এদিকে, বিকাল ৩ টার দিকে ঢাকা থেকে আগত নাগরিক সমাজ নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা রয়েছে।

আজ মুজিবনগর দিবস; নেই সরকারি কোন আয়োজন

আজ ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে।

তার আগে ওই বছরের ১০ এপ্রিল পাকিস্তানে বন্দি থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

প্রবাসী এবং অস্থায়ী সেই সরকারের শপথ গ্রহণের স্থান বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নামকরণ করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাব-ডিভিশনাল পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদের (বীরবিক্রম) নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। সেদিনের সেই মহতী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং বিশিষ্ট বাজনীতিবিদরা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও সেন্টার স্থাপন করে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান সারা দেশে সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সেদিন পেয়েছিল ঐতিহাসিক মর্যাদা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানোর পর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার ধারাবাহিকতায় মুজিবনগরে শপথ নেওয়া অস্থায়ী সরকারের সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় অর্জন হয়।

এবার নেই সরকারি কোনো কর্মসূচি :

প্রতিবছর সরকারিভাবে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলেও

এবার এ বিষয়ে সরকারি কোনো কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (ডিসি) শিল্পি রানী রায় বলেন, ‘১৭ এপ্রিল মুজিবগনর দিবস পালন নিয়ে এখন পর্যন্ত (১৬ এপ্রিল দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত) সরকারি কোনো নির্দেশনা আসেনি। সরকারি নির্দেশনা যা আসবে আমরা তা প্রতিপালন করব।’

বেঁচে আছেন সেদিনের দুই আনসার সদস্য :

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী ১২ আনসার সদস্যের মধ্যে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন দুজন। তাঁরা হলেন সিরাজ উদ্দিন ও আজিম উদ্দিন শেখ। দুজনই বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছেন। এ বছরও ১৭ এপ্রিল দিবসটি সরকারিভাবে পালন না করাতে আক্ষেপ জানালেন তাঁরা।

আনসার সদস্য সিরাজ উদ্দিন বলেন, ‘আমরা খুব দুঃখ পেলাম। এবার ১৭ এপ্রিল উপলক্ষে ডিসি, ইউএনও, এমনকি কোনো পুলিশ অফিসার আমাদের কিছু বলেননি। সরকার পালন না করলেও আমরা যাব, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও আমাদের সহযোদ্ধা যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের জন্য দোয়া করব।’

মেহেরপুরে পৌঁছেছেন মুজিবনগর দিবসের প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের বিশাল জনসভার প্রধান অতিথি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক মেহেরপুর এসে পৌঁছেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) দুপুরের দিকে আ ক ম মোজাম্মেল হক সড়কপথে মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এসে পৌঁছান।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক শামীম হাসান মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে ।

এসময় মন্ত্রী সালাম গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, পুলিশ সুপার এসএম নাজমুল হক প্রমুখ।

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে চলছে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি

আগামী ১৭ই এপ্রিল বুধবার ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের এইদিনে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার তৎকালিন বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে।

দিবসটির স্মরণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর সকাল ন’টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে নানা কর্মসূচি। পতাকা উত্তোলন শেষে শেখ হাসিনা মঞ্চে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন আওয়মী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী বর্গ ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এরই মধ্যে জেলা প্রশাসন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চলছে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন মুরাল ধুয়া মোছাসহ বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার পরিছন্ন ও রং করার কাজ চলছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম বলেন, সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা, মাননীয় মন্ত্রীবর্গসহ আগতদের বরণ করতে আমরা বড় ধরনের প্রস্তুতি গ্রহন করেছি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বিভিন্ন মুর্যাল ও স্থাপনায় রং করাসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরিবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি ও পর্যাপ্ত অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জেলার নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষায় জেলা পুলিশ সামগ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুজিবনগরের মূল মঞ্চের বিভিন্ন স্থলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। আগতদের তৎক্ষনিক নিরাপত্তা দেবার জন্য পুলিশ কন্টলরুম স্থাপন করা হয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

যাতে সকলে আনন্দের সাথে পালন করতে পারে সেই লক্ষে আমরা কাজ করছি।

জেলা আওয়ামীলীগ থেকেও নেয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি জানান, যথাযত মর্যাদায় দিবসটি পালন করার জন্য আমরা প্রস্তুত। গত কয়েক বছর করোনা মহামারির ও রমজানের কারনে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে দিবস পালন করেছিলাম। কিন্তু এবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

মুজিবনগর দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আ ক ম বাহা উদ্দিন নাসিম, প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলির সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ।

বিশেষ অতিথি থাকবেন প্রথম সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদের কণ্যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল আলম হানিফ এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এমপি, অ্যাড. আফজাল হোসেন এমপি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে সন্ধায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে – মুজিবনগর দিবসে বক্তারা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়েছে। দিনব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষনা করা হয়। ভোরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মুজিবনগর থানার ওসি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচী শুরু করেন। পরে সকাল ৯টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

মন্ত্রী স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। পরে সকাল ১১টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাড. আমিরুল আলম এমপি, পারভিন জামান কল্পনা, অ্যাড, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, নির্মল চ্যাটার্জি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, তৎকালীন সাবেক এসপি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। সমাবেশ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন। এখন থেকে ষড়যন্ত্রের আভাস হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা কিন্তু টের পাচ্ছি। শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দিবেন না। যারা ষড়যন্ত্রকারী আমরা তাদের হুশিয়ার করছি। বাংলার জনগণ বারবার পলাশির যড়যন্ত্র দেখতে চায় না। আরেকটা পলাশি আপনাদের আর কোন দিন করতে দেওয়া হবে। তাই আসুন শেখ হাসিনার ঝাণ্ডার তলে ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলে পরিস্কার করে বলতে চাই, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে। যে সংবিধানের জন্য আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে প্রাণ িেদেত হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভব দিতে হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলাম। সেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। যাদের নির্বাচন করার সক্ষমতা আছে তারাই নির্বাচনে আসবেন। নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রমান করবেন জনগণন কাকে চায় বা কাকে চায় না। ওই রাজপথে দাড়িয়ে ভাষণ দিয়ে জনগণ কার পক্ষে আছে এটা বলার সুযোগ নেই।

সভাপতির বক্তব্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র নেতা। যিনি

মুক্তিযুদ্ধের সকল কর্মসূচী ঘোষণা করার একমাত্র মালিক ছিলেন। বর্তমান অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মোকাবেলা করবোই।
এর আগে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। সমাবেশে আগে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র নিয়ে আনসার ও ভিডিপির সদস্যরা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচী শুরু

আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মুজিবনগর স্মৃতিশৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ, গার্ড অফ অনার প্রদান ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শণের মধ্য দিয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

সকাল ৯ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রশাসন প্রতমিন্ত্রী, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।

মুজিবনগর আম্রকাননে শেখ হাসিনা মঞ্চে সকাল ১০.৪৫ টায় মুজিবনগর দিবসের বিশাল জন সভায় অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখবেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম

বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি, মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

এছাড়া যোগ দেবেন বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন জেলার এমপিসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

সকাল ৬ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করে মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচীর উদ্বোধন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ কুমার ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ও মুজিব নগর সরকার - একটি সাক্ষাৎকার

আজ ঐতিহাসিক সতেরই এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ঠিক এই দিনে মেহেরপুর মহকুমাধীন বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে বাংলাদেশের মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা-সনদ ঘোষণা করা হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর এক আম্রকাননে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বাংলার স্বাধীনতা সুর্য অস্ত যায়। আবার ১৯৭১ সালের এই দিনে বৈদ্যনাথতলায় আর এক আম্রকাননে স্বাধীনতার রক্তেভেজা সনদ ঘোষিত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমনের মুখে এক রক্তভেজা দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দশ সহস্রাধিক মানুষের গণবিদারী শ্লোগান, বিপুল করতালি আর

উল্লাসের মাঝে এই স্বাধীনতা সনদটি পাঠ করেন আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির তদানীন্তন চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী (পরে শিক্ষামন্ত্রী)।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক বাংলায় একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন যা ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন শওকত আনোয়ার। সাক্ষাৎকারটি অবিকল উপস্থাপন করা হল:

“১৬ই এপ্রিল। উনিশশো একাত্তর সাল। রাত দশটা। মুজিব নগরে একটি বাড়ীতে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হঠাৎ এসে উপস্থিত। এসেই বললেন- কালকে তোমাকেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করতে হবে। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। তৈরী থেকো। অপেক্ষা করলেন না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব চলে গেলেন। আমি চমকে উঠলাম। সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালীর স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে আমিই পাঠ করবো? একদিকে শংকা ও ভয়। অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছি- আগামীকাল একথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দখলদার পাক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তখনো আমার মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন দিনাজপুরে আছে বলেই শুনেছি। তবে কেমন ও কি অবস্থায় আছে জানিনা। তাই ভয়-দস্যু বর্বর বাহিনী ক্ষেপে গিয়ে তাদেও উপরই প্রতিশোধ নিতে পারে। সাথে সাথে মনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি- বিশ্বে কজনার ভাগ্যে এ সুযোগ আসে? একটি নতুন জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের গৌরব এতো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কথা কটি বললেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। গত বছর ঠিক এই ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা। ঘরোয়া পারিবেশে গত শনিবার রাতে তাঁরই সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বললেন, বিশ্বাস করুন সেদিন রাতে ভালো ঘুম হয়নি। একটা অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসে। মনে আসে নানা কথা। নানা স্মৃতি এসে ভীড় করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজ কোথায়? কেমন আছেন? আদৌ বেঁচে আছেন কিনা? তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই- একথা বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিটি নির্দেশ কানে বাজছে। মনে হল, এইতো বঙ্গবন্ধু কাছেই আছেন। পাশের ঘরেই হয়তো ডাক পড়বে। নির্জন কক্ষে শুয়ে আছি। চোখে

ঘুম নেই। প্রতিটি মুহুর্তই একটি নতুন অনুভূতি। কতকগুলো মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে। মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন। ভাসছে গ্রামের মানুষের মুখ। বাংলাদেশের মানুষের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি। স্মৃতির উত্তাপ বাড়ছে। বাড়ছে অস্থিরতা। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনের কথা ভাবতে গেলেই আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। হয়তো এ আমার দুর্বলতা। হয়তো নয়। কিন্তু এ আমার জীবনের মধুরতম স্মৃতি।

সাক্ষাৎকারের এখানে কিছুক্ষণ বিরতি। স্মৃতির রথে চড়ে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ফিরে গেছেন একটি বছর পিছনে। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেন।

জানেন, পরদিন সকালে উঠেই কি বিপদে পড়েছিলাম। আমার পরনে তো লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী। তাও ধোয়া নয়। সাথে দ্বিতীয় কোন কাপড় নেই। এখন উপায়? সভায় কি পরে যাব? ছুটলাম কামরুজ্জামান সাহেবের (মন্ত্রী) আস্তানায়। আমার অবস্থা শুনে তাঁর মুখেও ম্লান হাসি। বললেন, এক সেট পাজামা-পাঞ্জাবী আছে। কিন্তু মানাবে কিনা। বললাম, তাই সই। বেঢক সেই পাজামা-পাঞ্জাবীই পড়ে নিলাম। আর এমনই ভাগ্য-পাঞ্জাবীর দুটো পকেটই ছেঁড়া। সাত-আটদিন সেভ করিনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরে দেখলাম অন্যদের অবস্থাও প্রায় এক।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলে চলেন, ১৭ই এপ্রিল বেলা দশটার দিকে আমরা গাড়ীতে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছি। সুদৃশ্য আম্রকাননে বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের উপর দুটো টেবিল। সাতখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। মঞ্চের তিনপাশে কয়েকশো চেয়ার ও বেঞ্চ। মঞ্চের ঠিক সামনে কিছুটা জায়গা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একপাশে এমএনএ ও এমপিএগণ, একপাশে দেশী- বিদেশী সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফার আর সামনে কয়েক হাজার মানুষ।

বৈদ্যনাথতলা বর্ডার আউটপোস্টে আমরা চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। আমাদের সশস্ত্র জোয়ানবাহিনী ও আওয়ামী লীগ কর্মীরাই এর ব্যবস্থা করেছেন। কয়েকজন বাঙালী তরুণ সিভিল অফিসারকেও দেখলাম। তাদের মাঝে দুজনের নাম এখনো মনে আছে- তৌফিক-ই-এলাহী ও ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দীন।

চা পানের মধ্যেই আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটি আমার হাতে দিলেন। আর বললেন, এটি এক্ষুণি বাংলায় অনুবাদ করে নাও। দেখলাম ঘোষণাটি ইংরেজীতে টাইপ করা। তখন হাতে একদম সময় নেই। সবাই একে একে আম্রকানন মঞ্চের দিকে চলে গেলেন। আমি ও বরিশালের এমপিএ জনাব নুরুল ইসলাম ঘোষণাটি

বাংলায় অনুবাদ করছি। অনুবাদ কেমন হচ্ছে খেয়াল নেই। সময়ের দিকেই লক্ষ্য। সময় যে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। বেশী দেরী করা চলবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতেই হবে।

এমন সময় ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব দৌড়ে এসে আমাকে বললো, স্যার, জাতীয় সঙ্গীত তো কেউ গাইতে জানে না। আপনাকেই গাইতে হবে।

আমি কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে আসতে বললাম। আবদুর রব আবার দৌড়ে গিয়ে চার-পাঁচজন ছেলেকে এনে আমার সামনে উপস্থিত করল। বিনা হারমোনিয়ামেই ওদের নিয়ে তক্ষুণি বসে গেলাম। একটি কাগজে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’- গানের প্রথম আট লাইন লিখে ওদের হাতে দিলাম; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুরটা তুলে ওদেরকে প্রস্তুত করে নিলাম। পরে বললাম, জাতীয় সঙ্গীতের পরই আমার ঘোষণা পাঠ থাকবে। তাই তোমাদেরই গাইতে হবে।

মঞ্চ থেকে পবিত্র কোরান পাঠের সুর এল। আমরা দ্রুত পায়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। অনুবাদ কপিতে যথেষ্ঠ কাটাছেড়া রয়েছে। কিন্তু ভাল করে লেখার তখন আর অবকাশ নেই।

মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য জনাব মোহাম্মদ মনসুর আলী ও জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। সবার ডানে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি কর্নেল (এখন জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী।

কোরান তেলোয়াতের পর জাতীয় সঙ্গীত। সমবেত কণ্ঠে যখন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ গানের সুর, তখন অলক্ষ্যে আমার চোখে অশ্রু। লক্ষ্য করে দেখলাম- সবার চোখই অশ্রুসিক্ত। সে এক অনন্য মুহুর্ত। অনাস্বাদিত উষ্ণ অনুভূতি।

সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ইউসুফ আলী আরও বলেন, এরপরই টাঙ্গাইলের এমএনএ (এখন স্বরাষ্টমন্ত্রী) জনাব আবদুল মান্নান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

হঠাৎ একটি আশ্চর্য পরিবর্তন। এতক্ষণের ভয়-ভীতি, শংকা, আনন্দ, অস্থিরতা থেকে আমি মুক্ত। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে উঠলাম। অসংখ্য ক্যামেরা আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলাম। পাঠ শেষে ঘোষণাটি আমি অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের হাতে অর্পণ করি। তখন বেলা আনুমানিক এগারটা।

মন্ত্রিপরিষদের সকলে আমার হাতে হাত মিলালেন। তখন তুমুল করতালি।

এরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক তেজদীপ্ত ভাষণ দেন। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা দেন। সাংবাদিকদেরও আগ্রহের যেন শেষ নেই।

হঠাৎ চারদিক থেকে হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হল- ‘জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’। শ্লোগান ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে আম্রকাননে। পড়ছে সমবেত সবার হৃদয়ে। সাগরের কল্লোল জাগে সবার প্রাণে। হৃদয়ের উষ্ণ আবেগে একে অন্যকে আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিচ্ছে। একটা অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনা গেঁথে আছে সকলের মনে। মাথার উপর মধ্যাহ্নের সুর্য যেন তখন আলোর স্পর্শে আমাদেরকে আশীর্বাদ করল। আমরা ধন্য হলাম।”

এটিই মুজিব নগর সরকারের ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলের ইতিহাস। নতুন প্রজন্মের কাছে এভাবে অবিকল তুলে ধরতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এমন ইতিহাস শিশুতোষ পুস্তকে পাঠ্য হতে পারে, যাতে নতুন প্রজন্ম প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত উৎস থেকে জানতে পারে। সময়ের সাথে নিজের অবস্থানটা ঠিক রেখে লিখিত ইতিহাস, ইতিহাস হতে পারে না।

লেখক: মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান, প্রকল্প পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয়

পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি